

শ্রীহনুমান জয়ন্তী

শ্রীহনুমান জয়ন্তীর উল্লেখ :

স্বাত্মাং কুজং শবৈতথিতৌ তু কার্ত্তিকি কৃষ্ণং অঞ্জনগর্ভত এব মষেকো।
শ্রীমান্ কপীট্ প্রাদুর্ভূত্ পরন্তপো ব্রতাদনি তত্র তদুৎসবং চরণে॥

শ্রীঅযোধ্যাধামে এই তথি তিহে পালতি হয়. শ্রীহনুমানজয়ন্তী।

মাতা অঞ্জনা, পতি কশেরী, পতি বায়ুদবে কপে পুত্রজন্মেরে অনেকে অনেকে শুভচ্ছে।

কার্ত্তিকিরে কৃষ্ণা চতুর্দশী তে, মষে লগ্ননে, স্বাতী নক্ষত্রেরে, মঙ্গলবারে পরন্তপ
শ্রীমান কপীশ অঞ্জনা-গর্ভ থেকে প্রাদুর্ভূত হয়.ছেন ।

তনিসকল ঐশ্বরিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। ... ইচ্ছাহীনতা তনিকখনো তার সাহসিকতা
ও বুদ্ধিমিত্তা নযি. গর্ব করনেনি ভগবান রাম স্বয. শ্রী হনুমানকে বললেন, হে
পরাক্রমশালী, আমি তোমার কাছে অনেকে ঋণী।

হনুমান ভগবান শবিরে 11 তম অবতার হিসাবে পরচিতি, যার পৃথিবীতে আবর্তিবরে উদ্দেশ্য
ছিল ভগবান শ্রী রামচন্দ্রেরে সবা করা ত্রতায়ুগে।



- হনুমান জয়ন্তীতে ভক্তরা হনুমানেরে পূজা করেন, মন্ত্র জপ করেন, হনুমান চালশি পাঠ করেন এবং তাঁর নামে বিশেষ কীর্তন ও ভজন করেন।
- প্রচলতি বিশ্বাস: হনুমানেরে কৃপায়. রোগ, শত্রু এবং অন্যান্য সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়. বলে বিশ্বাস করা হয়।
- গুরুত্ব: এটি একটি পবিত্র উৎসব যা ভক্তি, শক্তি এবং সবার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়।